



## 34744 - উমরার মধ্যে পঠতিব্য দুআ ও দুআ করার স্থানসমূহ

### প্রশ্ন

আমি উমরা করতে মক্কায় যাব। কিন্তু আমি দুআ জানি না। আপনারা কি আমাকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারেন?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সহিহ হাদিসে উমরার মধ্যে পঠতিব্য অনেকে দুআ বর্ণনা দিয়েছেন। যে কোন মুসলিম এ দুআগুলো মুখস্ত করে, এ গুলোর অর্থ বুঝে ও অর্থের দাবী মতোভাবে আমল করে উপকৃত হতে পারেন। এ দুআগুলোর মধ্যে রয়েছে-

ক. মীকাত তালবিয়া উচ্চারণের সময়:

হজ্ব বা উমরার ইহরামের পূর্বে তাসবহি পড়া, তালবিয়া বলাও তাকবীর দেওয়া সুন্নত। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদনাত্বে যোহররে নামায পড়লেচার রাকাত; যুল হুলাইফাতে আসররে নামায পড়লে ২ রাকাত সবে সময় আমরা তাঁর সাথে ছিলাম। এরপর তিনি সোখনই রাত্রি যাপন করলেন। ভোর উঠে বাহনে আরোহন করলেন। যখন বাইদাতে পৌঁছলেন তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাকবীর দিলেন এবং হজ্ব ও উমরার তালবিয়া পড়লেন। লোকেরাও তাঁর সাথে হজ্ব ও উমরার তালবিয়া পড়ল। [সহিহ বুখারী (১৪৭৬)]

হাফযে ইবনে হাজার বলেন: এই হুকুম অর্থাৎ তাসবহি পড়া ও তালবিয়ার পূর্বে উল্লেখিত অন্যান্য যিকির মুস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেকে মানুষ-ই এই যিকিরগুলো পড়ে না। [ফাতহুল বারী (৩/৪১২)] খ. মক্কার পথে (মীকাত ও কাবার মাঝখানে)

পুরুষের জন্য অধিক হারে ও উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়া সুন্নত। আর নারীরা নীচুস্বরে তালবিয়া পড়বে যাতে করে পার্শ্ববর্তী বগোনা পুরুষ শুনতে না পায়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যখন সওয়ারী পশু তাঁকে পঠিনিয়ে যুল হুলাইফা মসজিদের নিকট সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন তিনি এই বলে তাহলীল করলেন:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকালাহুম্মা লাব্বাইক। লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক। ইন্নালা হামদা ওয়ান নন্মিতা লাকা ওয়াল মুলক। লা



শারকি লাক।

(অর্থ- হে আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আমি আপনার দরবারে হাজরি। আপনি নরিঙ্কুশ। আমি আপনার দরবারে হাজরি। নশিচয় যাবতীয় প্রশংসা, যাবতীয় নয়োমত আপনার-ই জন্ম এবং রাজত্ব আপনার-ই জন্ম। আপনি নরিঙ্কুশ।)[সহিহ বুখারি (৫৫৭১) ও সহিহ মুসলিম (১১৮৪)]

গ. তাওয়াফের মধ্যঃ

তাওয়াফের প্রতি চক্করে হাজারে আসওয়াদ বরাবর এলে আল্লাহু আকবার বলবে। ইমাম বুখারি (১৬১৩) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বায়তুল্লাহ তওয়াফ করছেন। যখন তিনি রুকনে তথা হাজারে আসওয়াদে আসতেনে তাঁর কাছে থাকা কচ্ছু একটা দিয়ে তিনি সাদেকি ইশারা করতেন এবং তাকবীর বলতেন। আর রুকনে ইয়ামনৌ ও হাজারে আসওয়াদে মাঝখানপেড়তেনে যা আব্দুল্লাহ ইবনে সায়বে (রাঃ) বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুই রুকনের মাঝে (দুই কর্ণারের মাঝে) বলতে শুনছি-

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(অর্থ- হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দনি, আখরোতেও কল্যাণ দনি এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান।) [সুনানে আবু দাউদ (১৮৯২), সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে আলবানী হাদিসটিকে হাসান বলছেন]

ঘ. সাফা পাহাড়ে উঠার আগে ও সাফা পাহাড়ের উপর:

জাবরে (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে তিনি বলেন: ... এরপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পাহাড়ের উদ্দেশ্যে বের হলে (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। যখন সাফা পাহাড়ের নকিটবর্তী হলে তখন তলোওয়াত করলেন:

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)

(অর্থ-“নঃসন্দহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহ তা’আলার নদির্শন গুলোর অন্যতম”)[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৮] এবং বললেন: (أبدأ بما بدأ الله به) (আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করছেন আমিও তা দিয়ে শুরু করছি)। এই বলে তিনি সাফা পাহাড় থেকে সাযীর কাজ শুরু করলেন। সাফা পাহাড়ের উপরে উঠলেন; যাতা করে বায়তুল্লাহকে দেখতে পান। এরপর কবিলামুখী হয় আল্লাহর একত্ববাদে ঘোষণা দলিনে, তাকবীর দলিনে এবং বললেন:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُوَ الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ.



লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ। লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্ল শাইয়নি কাদরি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ, আনজাযা ওয়াদাহ, ওয়া নাসারা আবদাহ, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদা।

(অর্থ- নহে কোন উপাস্য এক আল্লাহ ব্যতীত। তিনি নিরিঙ্কুশ। রাজত্ব তাঁর-ই জন্ম। প্রশংসা তাঁর-ই জন্ম। তিনি সর্ববিশিষ্ট কৃপমতাবান। নহে কোন উপাস্য এক আল্লাহ ছাড়া। তিনি প্রতশ্চিরুতি পূর্ণ করছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করছেন। এবং তিনি একাই সর্ব দলকে পরাজিত করছেন।) এরপর তিনি দুআ করছেন। এইভাবে তিনিবার করছেন। [সহি মুসলিম (১২১৮)]

ঙ. মারওয়া পাহাড়ের উপর:

সাফা পাহাড়ের উপর যা যা করছেন মারওয়া পাহাড়ের উপরও তা তা করবেন; শুধু সাফাতে উঠার আগে পঠিতব্য আয়াতে কারীমাটা ছাড়া। জাবরে (রাঃ) বলেন: এরপর তিনি মারওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যখন তিনি উপত্যকার নম্বিনাঞ্চলে পৌঁছেন সখোন থেকে পাড়ে উঠা পর্যন্ত স্থানটুকু দৌড়িয়ে পার হন। এরপর স্বাভাবিক গতিতে হটে মারওয়াতে পৌঁছেন। সাফার উপরে যা যা করছেন মারওয়ার উপরেও তা তা করেন। [সহি মুসলিম (১২১৮)]

যমযমের পানি পানকালে দুয়িবী ও আখরৌ কল্যাণের যা খুশি প্রার্থনা করবেন। দলিল হচ্ছে- “যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হবে তা ফলবে।” [সুনানে ইবনে মাজাহ (৩০৬২), আলবানী হাদিসটিকে সহি বলেছেন (৫৫০২)] অনুরূপভাবে অধিক যকিরি করার বখান রয়েছে। এই যকিরিরে মধ্যে রয়েছে- তওয়াফ ও সাইকালীন দুআ। সুতরাং তওয়াফ ও সাইকালে একজন মুসলিমের সাধ্যানুযায়ী দুআ করা উচিত। তওয়াফ ও সাইর মধ্যে কুরআন তলোওয়াত করত কখন আপত্তি নহে। কিছু কিছু লোক উল্লেখ করে থাকেন যে, তওয়াফ ও সাইর প্রত্যকে চক্কর করে জন্ম বিশেষ বিশেষ দুআ রয়েছে। এ কথা কখন ভিত্তি নহে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

আল্লাহ যে সব দুআর বখান দিয়েছেন তওয়াফ ও সাইর মধ্যে সসেব দুআর মাধ্যমে আল্লাহর যকিরি (স্মরণ) করা ও দুআ করা মুস্তাহাব। যদি মনে মনে কুরআন পড়ে তাতেও কখন আপত্তি নহে। তবে এক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বরণতি সুনরিদযিট কখন যকিরি নহে। না আছে তাঁর নিরিদশেরে মধ্যে, না আছে তাঁর কথা বা শকিয়ার মধ্যে। বরং শরয়িত সম্মত যে কখন দুআ দিয়ে দুআ করতে পারবে। অনেকে মানুষ বলে থাকে মযাবরে নীচে বিশেষ দুআ আছে। এসব কথা কখন ভিত্তি নহে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই রুকনের মধ্যে

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(অর্থ- হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দনি, আখরোতেও কল্যাণ দনি এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন



থেকে বাঁচান।)এই দুআ দিয়ে তওয়াফ শেষে করতেন। যমেনভাবে তিনি তাঁর যত্নে কোন দুআর আনুষ্ঠানকিতা এ দুআটি দিয়ে সমাপ্ত করতেন। ইমামগণেরে সর্বসম্মতক্রমে এ স্থলে কোন ওয়াজবি যকিরি নহে।[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৬/১২২, ১২৩)]

আল্লাহই ভাল জানেন।